যদি হই সুজন -২

নন্দিনী হোসেন

ইন্টারনেটের কল্যানে প্রতি রাতে যখন পত্রিকার পাতা গুলোতে হুমড়ি খেয়ে পরি ,একটার পর একটা শিরোনামে চোঁখ বুলাই আর সাথে সাথে এক অদ্ভুত বিষাদে ছেয়ে যায় মন।এক অজানা হিম নেমে আসে শিরদাড়া বেয়ে ,হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে নিজের ই অজান্তে !এরকম হয় না মনে হয় আজকাল খুব কম মানুষই আছেন।যারা স্থির থাকতে পারেন।যাদের নার্ভ খুব শক্ত !সাম্প্রতিক কালের ই কিছু ঘটনা প্রবাহ,কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি।এক দিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার মানুষ দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে,কচু ঘেচু খেয়ে মরছে ,অথচ দেশের অনত্র মানুষের মনে তা তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারছে বলে মনে হয় না । রমজানে এই সব মঙ্গা পিরীত এলাকার মানুষ রোজা খুলেছেন শুধু পানি খেয়ে,সেহরিতে খেয়েছেন খুদ সেদ্দ,কখন ও কিছুই জুটে নি টানা দুই তিন দিনে ও ।সেই দেশের ই রাজধানিতে কোন কোন মার্কেটে লাখ,দেড় লাখ টাকা দামের লেহেঙ্গা কেনার প্রতিযোগিতা চলে !এর চেয়ে জঘন্য অশ্লীলতা আর কি হতে পারে ?এর চেয়ে কুৎসিত নগ্ন দৃশ্য আর কি হতে পারে কোন সমাজের জন্য আমার জানা নেই । এদিকে এগারোজন মানুষ কে পুড়িয়ে মারা হল যে কায়দায়,তার বর্ণ না করার মত ভাষাজ্ঞান আমার আয়ত্তে নেই।একটা দেশের অবস্থা কোন পর্যায়ে গেলে এরকম বিভৎস সব ঘটনা ঘটতে পারে একের পর এক তা ভেবে শিহরিত হতে হয়।এত কিছু ঘটে চলে অথচ কারো গায়ে এর আচড়টি লাগে না,কেমন দিব্বি চলছে সব কিছু !কেমন নির্বিকার ভাব ভংগি !মানুষের মৃতু নিয়ে চলে রাজনীতি ।মরে ও এ দেশের মানুষের রেহাই নেই মানুষরুপি হানেয়াদের হাত থেকে ।এই সব হায়েনারা লাশের মাঝে ও ভোট খোঁজে !

সরকার দলিয় মন্ত্রি এমপি রা কোথা ও কিছু দেখেন না,তাদের চোঁখে সবই ঠিক-ঠাক আছে,তাদের রঙ্গিন চশমায় তারা রাজধানির লাখ টাকা দামের লেহেঙ্গা দেখেন,এর বাইরে তাদের কোন জগৎ নেই ! আমাদের প্রধানমন্ত্রি বিরাট দল বল নিয়ে বেহেস্ত হাসিল করতে মক্ষা মদিনায় বেশ দীর্ঘ দিন কাটিয়ে এলেন।দেশের একজন প্রধানমন্ত্রির কাছে কোন বিষয়টা প্রাধান্য পাওয়া উচিত তা এদের বিবেকের দরজায় কড়া নাড়ে না।এরা অন্য গ্রহের জীব।
এই সব মহারানি মহারাজাদের জীবনের কোন মলিনতাই স্পর্শ করে না ।এরা চির আনন্দময়,চির হরিৎ ! অন্যদিকে বিরোধি দলের মহৎপ্রাণ রা তো দেশের সব খারাপ খবরেই আনন্দিত !না হলে যে ভোটের রাজনীতি করা যাবে না !ক্ষমতার প্রসাদ লাভ ই যাদের কাছে মোক্ষ তাদের কাছে এ দেশের গন মানুষের আর কিছু আশা করার আছে কি না তা এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে।সময় এসেছে নব প্রজন্মের মানুষের জেগে উঠার ।মানুষের জন্য মানুষ,এই কথা টি এই প্রজন্মের মনে মননে চিন্তায় চেতনায় জাগ্রত হোক। এত কিছুর পর ও আমি আশাবাদি,পিছনে যেতে যেতে আর পিছনে যাবার পথ তো নেই,তখন আবার ঘুরে দাড়াতে হয়।সেই দাড়ানো টা হয় সামনের দিকে।সেই দিনটা যত এগিয়ে আসে,তত ই দেশের জন্য মংগলের ।

পরিশেষে দুজন লেখক কে দুটি কথা।দিগন্ত বড়ুয়া তাঁর একটি লিখায় উল্লেখ করেছেন,**‘আমি জানি নন্দিনীর চোঁখে আমি এক জঘন্য মানুষ ’**।সবিনয়ে জানাই আমার ব্যাপারে আপনার এ ধারণাটি ভুল।আমি আমার লিখায় বলেছিলাম আপনার লিখায় বর্ণিত অত্যাচারের সাথে আমার কোন দ্বিমত নেই,কিন্তু ভাষা ব্যবহারে আরেকটু সংযত হলে ক্ষতি কিছু হত না। এটা আপনি না হয়ে অন্য যে কেউ,যে কোন ধর্মের মানুষের ব্যাপারে বললেও আমি এক ই কথা বলতাম।কারণ অপরিমিত ক্রোধ,ঘৃনা মানুষের কল্যানের চেয়ে অকল্যান ই ডেকে আনে,তাতে কোন পক্ষের ই লাভ হয় না কিছুই।আজকে পৃথিবীর যে দিকে তাকান,তার ই প্রমান পাবেন। আমি মানুষের মিলনে বিশ্বাসি ,মানুষের মধ্যে যে ভালবাসার ক্ষমতা আছে সেই শক্তিতে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি মানুষের জন্য মানুষ। তাতে ধর্ম ,বর্ণ ,জাত,পাত,লিংগ ভেদ কে এ পৃথিবীর জন্য বাড়তি আবর্জনা মনে করি !

যাই হোক,তারপর ও একটি ধর্মের মানুষদের প্রতি আপনার মনের গহীনে জমে থাকা সবটুকু ক্রোধ,ঘৃনা লিখায় ঢেলে দিয়ে যদি আপনি শান্তি পান, তাহলে আমার কিছু বলার নেই।না,আপনি অবশ্য ই সুখে কটু কথা বলছেন না, তা আমি বিশ্বাস করি।বিবেকবান যে কেউ করবে।সুখে থেকে এমন ভাষা কারো আসতে পারে না।আমার চোঁখে আপনি একজন মানুষ। জঘন্য না,তবে প্রচন্ড ঘৃনা তাড়িত একজন মানুষ !তা তো মানবেন ?আমি মনে করি আপনার বা আপনার মতো অত্যাচারিত মানুষের মন থেকে ঘৃনার বীজ উপড়ে ফেলাটা ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ই আশু কর্তব্য !তা সবারই স্বার্থে ।

এবার আবিদ সাহেব কে ।**‘লেখার শেষভাগে আমাকে ‘দুর্জন’ বলে গালি না দিয়ে ও তার ব্যক্তব্য টি কিন্তু জোরালো ভাবেই শেষ করা যেত’**। আপনার এই লাইন টি পড়ে তো আমার আক্কেল গুরুম ! আমার সত্যি অবাক লেগেছে আপনি আমার শেষের কথা গুলো ধরতে পারেন নি ভেবে !রুদ্র যা বুঝেছেন,তাই আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম ।আমাদের সমাজের ‘দুর্জন’দের কথা বলেছিলাম।যারা এই সমাজ কে ঘুন পোকার মতো খেয়ে যাচ্ছে অবিরাম,তাদের প্রতিহত করতে বুঝিয়েছিলাম এই উপমা টি দিয়ে !সমাজের ‘সুজন’ দের এগিয়ে আসাতে ই তা শুধু সম্ভব। তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছেই শুধু সম্ভব ‘দুর্জন’ দের পরাজয় !আপনার সাথে আমার মত ও পথের পার্থক্য বলতে গেলে দুই বিপরিত মুখি ,কিন্তু আপনাকে দুর্জন ভাবার কোন কারণ দেখি না।

কল্যান হোক সবার ।
২৭ নভেম্বর ২০০৩
nondinihussain@yahoo.co.uk